দৈনিক সংবাদ 25 তারিখ ...22 SEP 1995...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

ন্ট্রামস ই, আর, নেটের মাধ্যমে পা রাখলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে

॥ হাসিবুর রহমান বিলু ॥

বগুড়া, ২১শে সেপ্টেম্বর।– বহুভাষী সাঁটলিপির পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (ন্ট্রামস্) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে গেছে।

কম্পিউটারের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগের জন্য ন্ট্রামস্–এ ভিসেট স্থাপন করা হচ্ছে, যা দিয়ে ই, আর (Education & Research Network) নেটের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চালু করা হবে।

'ন্ট্রামস্' যে প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ৬ বছর আগেও দেশে–বিদেশে পরিচিত ছিল একই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, আরবি আর দপ্তর বিজ্ঞান শেখাবার এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। আজ তা সারা দুনিয়া জুড়ে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে। রাজস্ব খাতভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ন্ট্রামস্ ১৯৮২ সালের ২৯শে মার্চ শহরের নবাববাড়ী সড়কে একটি সরকারি ভাড়া করা বাড়ীতে চালু করার পর শিক্ষা দেয়া হতো মূলত দপ্তর বিজ্ঞান, বহুভাষী সাঁটলিপি, টাইপ রাইটিং এবং অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়।

আন্তর্জাতিক মানের এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আবদুল মান্নান সরকার ব্যক্তি উদ্যোগে মাত্র ৪১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এখন থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে, ১২ বছর গবেষণা করে আবিষ্কার করা বহুভাষী সাঁটলিপি নিয়ে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন নিজের খরচে, যা তিনি ৪ বছর চালিয়ে যান। শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার মান এবং যুগোপযোগিতা বিচার করার পর সরকার '৮৫ সালের জুলাই মাসে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় আনে এবং প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই শেষ হবার কারণে '৮৭ সালের জুলাই মাসে তা রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে। '৮৯ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ৫টি এ্যাপেল ম্যাকিনটোস কম্পিউটার নিয়ে প্রশিক্ষণ কাজের পাশাপাশি '৯২ সালে গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কম্পিউটারের অন্যান্য বিষয়ের ওপর কাজ করে ব্যাপক সাফল্য লাভের পর বর্তমান সরকার চলতি বছরের গোড়ার দিকে দেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্ট্রামস্‌কে স্বীকৃতি দেয়। এবছর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ন্ট্রামস্–এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় "শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক" শীর্ষক আন্তর্জাতিক এক কর্মশালাশেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্তাবধানে ন্ট্রামস্–এ দেশের প্রথম ভিসেট স্থাপন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক চালু করা হবে।

প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য সরকার প্রথম দফায় ব্যয় করেছে ৬৭ লাখ ৮০ হাজার এবং দ্বিতীয় দফায় ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা। কম্পিউটার শিক্ষার দ্রুত বিস্তারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ন্ট্রামস্–এর মাধ্যমে দেশের আরো ৪শ' ৬০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে আরো ১ হাজার ৩শ' ৬০টি কম্পিউটার এবং অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী স্থাপনের জন্য এক বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ৪ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের কাজ চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে শুরু হয়েছে।

Very Small Aperture Terminal, ভিসেট এমন একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র, যার দ্বারা কম্পিউটারের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কম্পিউটারসমৃদ্ধ বড় বড় পাঠাগারের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ হবে। এতে করে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশ আরো একধাপ এগিয়েযাবে।

ন্ট্রামস্ এ পর্যন্ত দেশের প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষিত জনবলকে বহুভাষী সাঁটলিপি, দপ্তর বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের ওপর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর মধ্যে প্রশাসন ক্যাডারের সিনিয়র কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১শ' ৭০ জন, বিচার বিভাগের ৩০ জন, সরকারি–বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ৩শ' ৩০ জন, সামরিক, বেসামরিক ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারী ১ হাজার ২শ' জন, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক ১শ' ৮০ জন। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আরো প্রায় ৬ হাজার এবং সম্পূর্ণ বেকার শিক্ষিত যুবক–যুবতী প্রায় ৯ হাজার ৬শ'। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক–যুবতীদের শতকরা ৮০ ভাগই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি দপ্তরে চাকরি করছে। যারা চাকরি পেয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা বেতন পাচ্ছে তেহরান বেতারে কর্মরত আবু বকর সিদ্দিক।

প্রকাশনার ক্ষেত্রেও ন্ট্রামস্ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। সাঁটলিপি, কম্পিউটার ও টাইপ রাইটিং শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে ন্ট্রামস্। এর আগে প্রতিবছর এসব শিক্ষার জন্য বিদেশ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকার বই আমদানি করতে হতো। এখন প্রতিবছর প্রকাশনা ক্ষেত্রে মাত্র ১২ লাখ টাকা ব্যয় করে একদিকে সরকার যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে, অপরদিকে আয় করছে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ৩৪টি বই প্রকাশ করেছে, এর মধ্যে আছে 'বহুভাষী সাঁটলিপি' টেকস্‌ট বুক, 'বহুভাষী টাইপরাইটিং ও কম্পিউটার টেকস্‌ট বুক' এবং 'কম্পিউটার এনাটোমি'। এ বইগুলো দপ্তর বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশ ও বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য ন্ট্রামস্ মালটি মিডিয়া ও নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১শ' ২০টি কম্পিউটার স্থাপন করেছে। প্রায় ৩ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সরকারিভাবে তৈরি করা হয়েছে ২শ' ৬০ আসনবিশিষ্ট ২টি ৪তলা আবাসিক ভবন, আন্তর্জাতিক মানের ৩শ' আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন, মেডিক্যাল ইউনিট, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনসহ নানা ধরনের ভবন।

ছাত্র রাজনীতিমুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটিতে সাপ্তাহিক ছুটি বাদে বছরে ছুটি থাকে মাত্র ৫২ দিন। সকাল ৮টা থেকে প্রতিদিন রাত ৮টা পর্যন্ত চলে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ ও পাঠদান। '৮৭ সাল থেকে ঢাকা বোর্ডের অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রছাত্রী ডিপ্লোমা–ইন–কমার্স পরীক্ষা দেয়া শুরু করার পর প্রতি বছর গড়ে ৫ জন ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রতি বছরই মেধা তালিকায় ১ম ও অন্যান্য শীর্ষস্থান পেয়েছে ন্ট্রামস্–এর ছাত্রছাত্রীরা বহুভাষী সাঁটলিপি বিভাগ থেকে। ১শ' ২৩ জন কর্মকর্তা–কর্মচারীর এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন স্তরের বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মাত্র ৩৯ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা।

নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত ন্ট্রামস্ ক্যাফেটেরিয়াতে মানসম্মত খাবারের জন্য ৩ বেলায় খরচ হয় মাত্র ৩৫ টাকা। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে মাত্র ৫০ পয়সায় চুল কাটা, ১ টাকায় জুতা কালি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও পরামর্শ। ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায় প্রশিক্ষণার্থী ও অতিথিদের চাহিদামত সামগ্রী। পাশাপাশি রয়েছে প্রশিক্ষার্থীদের বিনোদনের জন্য আন্তঃকক্ষ খেলাধুলা, ডিস এন্টেনার মাধ্যমে দেশবিদেশের খবর ও অনুষ্ঠান উপভোগ করার ব্যবস্থা।

যেসব কোর্স এই প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে তার মধ্যে আছেঃ এক মাস মেয়াদী সরকারি–বেসরকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্স, দেড় মাস মেয়াদী সরকারি–বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্স, দু'মাস মেয়াদী সরকারি–বেসরকারি দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স, তিন মাস মেয়াদী সরকারি–বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কোর্স, দু'বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক সমমান ডিপ্লোমা–ইন–কমার্স এবং এইচ,এস,সি ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপনা কোর্স। একজন কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী জানিয়েছেন, ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণের সময় লেখাপড়ার পাশাপাশি বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ থাকায় একবারও তার কাছে এ প্রতিষ্ঠানটি একঘেয়ে মনে হয়নি।